যুগান্তর

তারিখ ... 5 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের এবারও মহাভোগান্তি

মুসতাক আহমদ :

এইচএসসি উত্তীর্ণদের জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে এবারও অপেক্ষা করছে মহাভোগান্তি। সবচেয়ে বেশি ঝক্কিতে পড়বে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা। প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনের অপ্রতুলতার বিপরীতে ভালো মানের ফলাফলকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই মূলত এই অবস্থার সৃষ্টি হবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সম্ভাব্য এ সংকট অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হতো যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ভর্তির ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে চেষ্টার পরও সরকার এ ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেনি। অথচ অভিন্ন এই পরীক্ষার জন্য সরকার প্রধান থেকে শুরু

মহাভোগান্তি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

মহাভোগান্তি : ভর্তিচ্ছুদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে মন্ত্রী, শিক্ষার্থী-অভিভাবক অনেকেই উন্মুখ হয়ে আছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং শনিবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণকালে এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে প্রায় ৮ লাখ। আর এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে মোট পাস করেছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসার আলিম এবং কারিগরি বোর্ডের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করে। এবার মাদ্রাসা থেকে ৮০ হাজার ২ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। কারিগরি থেকে পাস করেছে ৮১ হাজার ৬১৭ জন। সে হিসাবে অবশ্য আসন সংকট হওয়ার কথা। তবে কারিগরি এবং মাদ্রাসার সব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় ভেড়ে না। এ কারণে আসনের সংকট হবে না। তবে এক্ষেত্রে সংকট দেখা দেবে ভালো ফলাফলকারীদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু নামসর্বস্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আকর্ষণহীনতাই সমস্যাকে প্রকট আকারে ধারণ করাবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ অবস্থায় নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথারীতি ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আর অনেক প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর অভাবে কাটাতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ভর্তিতে কোনো সংকট হবে না। পর্যাপ্ত আসন রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, শিক্ষার মানের উন্নয়ন ও পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভালো মানের প্রতিষ্ঠান বাড়ানো সম্ভব হয়নি। তাই বলা যায়, আসন সংকট নয়, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ বেশি থাকবে। তিনি বলেন, সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। উদ্যোগটির আংশিক সাফল্য এসেছে। এবার যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এর ফলে এক্ষেত্রে দুটির পরিবর্তে একটি ভর্তি পরীক্ষা হবে। তিনি আরও বলেন, ভিসিদের নিয়ে যে বৈঠক হয়েছে, তাতে মোটামুটি সবাই একমত হয়েছেন যে, বিষয়টিতে মনোযোগ দেয়া দরকার। এটি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ভোগান্তি হ্রাসে সহায়ক হবে। এজন্য তারা এবারে না পারায় আগামী বছর থেকে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

অভিন্ন ভর্তির সমাচার : সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সব সরকারি কলেজের আদলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একটি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবি দীর্ঘদিনের। সংশ্লিষ্টরা জানান, সমগোত্রীয় যেমন কৃষি, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে ২০০৮ সাল থেকে দেন-দরবার চলছে। কিন্তু প্রতি বছরই স্বায়ত্তশাসনের ধুয়া তুলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভিন্ন পন্থা অনুসরণকে এড়িয়ে চলছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতেই গুচ্ছভিত্তিক ভর্তিকে সামনে রেখে ৭ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক বসে। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কিন্তু এতে ভিসিদের এ ব্যাপারে একমত করা যায়নি বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের স্বায়ত্তশাসন আর শিক্ষকদের [illegible] বিষয়টি তুলে ধরে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির বিপক্ষে অবস্থান নেন। যে কারণে এবারও এই উদ্যোগ ভেস্তে যায়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সবগুলো মেডিকেলের একইদিন অভিন্ন প্রবেশের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান [illegible]

কেনা, অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে দৌড়ানোসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তি ও ঝক্কি হ্রাস পেয়েছে। এই ধারণার আলোকেই অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার চিন্তাভাবনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একটি শাখার এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব অভিন্ন আপত্তি রয়েছে, তার বেশিরভাগই ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে লব্ধ আয়ের অস্বচ্ছ ব্যয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোটি কোটি টাকা আয় করে থাকে এই খাতে। আসলে এই টাকার লোভের পাশাপাশি ভর্তি নিয়ে নানা তেলেসমাতি ও কর্তৃত্ব রয়েছে। সেগুলো হাতছাড়া হওয়ার আশংকায়ই অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে নন অনেকে।

আসন ও ভর্তিচ্ছু : সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাজারের কিছু বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮ লাখ আসন রয়েছে। মোট আসনের মধ্যে প্রায় ৪ লাখই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে। এই ৪ লাখের মধ্যে প্রায় ২ লাখ পাস কোর্স এবং ১ লাখ ৭৬ হাজার অনার্সের। এসব আসন অবশ্য চাহিদার মানদণ্ডে তুঙ্গে নয়।

তবে চাহিদার বিচারে শীর্ষে থাকা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি ভালো ফলাফলের অধিকারী হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপি ৬ থেকে ৭ পেতে হয়। এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুর এসএসসির ফলাফল যদি ভালো হয় আর এইচএসসিতে ভর্তির আবেদনের জন্য কমপক্ষে জিপি-২ ধারীদের ভর্তির যোগ্য ধরা হয়, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৫৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই এবার উত্তীর্ণ আড়াই লাখ শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে বাকি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে টানাপোড়েনের আশংকাই থেকেই যায়। এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৭ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ বা সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়েছে ৪৬ হাজার ৭৩৬ জন। এছাড়া জিপিএ-৫ এর থেকে জিপিএ-৩ এর মধ্যে পেয়েছে আরও ৪ লাখের বেশি। এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬ হাজার ৯, এবং জিপিএ-৫ এর নিচে জিপিএ-৩.৫০ প্রাপ্ত প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর অনেকেই অনার্স বা ডিগ্রি পড়ার জন্য ভিড় করতে পারে। সংশ্লিষ্টরা জানায়, এই অবস্থায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, সিলেট শাহজালাল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, টেকনোলজি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত পুরনো ১৯টি কলেজ বাদে বাকিগুলোর আকর্ষণ ক্ষমতার অভাবের ফলে ভর্তি নিয়ে সংকটই সৃষ্টি হতে পারে। প্রসঙ্গত, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ হাজারের কিছু বেশি আসন রয়েছে। অনুমোদিত ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় আড়াই লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) এ ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫টি এবং ১৪৭৪টি কলেজে পাস কোর্সে প্রায় ২ লাখ, কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ও কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ৪৫০টি, ২২টি সরকারি ও ৫৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৭ হাজার ৬১১টি, সরকারি-বেসরকারি ১৪টি ডেন্টাল কলেজে সহস্রাধিক এবং ১৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (বিএসসি) ১ হাজার [illegible] আসন রয়েছে।